দুঃখভোগের দেশে ফলবান

(Fruitful in the land of affliction)

আদিপুস্তক ৪১ অধ্যায় ৩৩-৫৭ পদ

এর আগে আমরা যোষেফকে ফরৌণের সামনে উপস্থিত হতে দেখেছি। মিসর দেশের কেউ যখন ফরৌণের দেখা জোড়া স্বপ্নের অর্থ করতে পারেনি, তখন ফরৌণের প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে স্মরণ করেছে। ফরৌণের ডাক পেয়ে মিসরের কারাগার থেকে যোষেফ মিসরের রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়েছে। যোষেফের জীবনে পরিবেশ ও পরিস্থিতির ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন হলেও, যোষেফ নিজে কিন্তু একেবারেই পরিবর্তিত হয়নি। নিজের প্রশংসা করার পরিবর্তে, যোষেফ ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে উচ্চীকৃত করে ফরৌণকে বলেছে, ***"তা (স্বপ্নের অর্থ করা) আমার অসাধ্য, ঈশ্বরই ফরৌণকে (তাঁর স্বপ্নের) মঙ্গলযুক্ত অর্থ জানাবেন"*** (১৬ পদ)। এরপর ফরৌণের মুখে সেই জোড়া স্বপ্নের কথা শুনে যোষেফ ফরৌণকে বলেছে, ***"ঈশ্বর যা করতে উদ্যত হয়েছেন, তাই-ই ফরৌণকে জানিয়েছেন"*** (২৫ পদ)। যোষেফ সেই স্বপ্নের যে অর্থ করেছিল, তা হল, আগামী ৭ বৎসর মিসরের বুকে শস্য বাহুল্য ঘটতে চলেছে ও পরবর্তী ৭ বৎসর দুর্ভিক্ষ হতে চলেছে।

আজ আমরা দেখব, যোষেফ কেবল রাজার স্বপ্নের অর্থ করেনি, কিন্তু সেই স্বপ্নের অর্থ অনুসারে মিসররাজ যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, সেই সমস্যার সমাধানও রাজাকে শুনিয়েছে।

ক। সমস্যা সমাধানে যোষেফের পরামর্শ: ৭ বৎসরের শস্য বাহুল্যের পরবর্তী ৭ বৎসর যেহেতু দুর্ভিক্ষ আসতে চলেছে, যোষেফ সেই দুভিক্ষের ৭ বৎসরের মুকাবিলা করতে রাজাকে যে পরামর্শ দিয়েছিল, তা হল, শস্যবাহুল্যের বৎসরগুলিতে প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্যকরণ। ৩৩ পদে যোষেফ ফরৌণকে বলেছে, ***"অতএব এখন ফরৌণ একজন সুবুদ্ধি ও জ্ঞানবান পুরুষের চেষ্টা করে, যে সাত বৎসর শস্য বাহুল্য হবে, সেই সময়ে মিসর দেশ থেকে শস্যের পাঁচ ভাগের একভাগ গ্রহণ করুন।"*** অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ কর আরোপ করতে যোষেফ পরামর্শ দিয়েছে। যোষেফের যুক্তি হল, এইভাবে শস্যবাহুলের বৎসরগুলির শস্য সংগ্রহ করলে, পরবর্তী ৭ বৎসর সংগ্রহিত সেই শস্যের দ্বারা দুভিক্ষের মুকাবিলা করা সম্ভব হবে।

এখন, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোন থেকে যদি প্রশ্ন করা যায়, যোষেফের এই সমাধান কতখানি গ্রহণযোগ্য ছিল, তাহলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, প্রজাদের কাছে এই সমাধান কখনও জনপ্রিয় ছিল না। কোনও দেশের কোনও প্রজাই এইভাবে করবৃদ্ধিকে ভালো মনে গ্রহণ করতে পারে না। যোষেফও যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়ায়, সে কথা সহজেই উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করে, যোষেফ সেই সমস্যার সমাধানে সঠিক পরামর্শ দান থেকে বিরত হয়নি। এইভাবে যোষেফ যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে, ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদযুক্ত করেছেন, তাই যোষেফের সেই পরামর্শ শুনে ফরৌণ এমন কথা বলেছে, ***"এর ন্যায় পুরুষ, যার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এমন আর কাকে পাবো?"*** (৩৮ পদ)। ফরৌণের মুখে এই কথা শুনে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বরের প্রতি যোষেফের বিশ্বাস সংক্রামক রোগের ন্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকী ফরৌণও তার প্রভাব থেকে বাদ পড়েনি।

যোষেফের এমন আচরণের প্রেক্ষিতে আমরা যখন নিজেদের তুলনা করি, তখন আমরা লজ্জিত হই। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সাহস করে সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হই। অবিশ্বাসীদের কঠিন হৃদয় দেখে, আমরা তাদের কাছে যীশুর কথা বলতে ভয় পাই। তারা যে সমস্ত কথা শুনতে চায় না, সেই সমস্ত কথা বলতে আমাদের ঠোঁট কাঁপে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে নীরব থাকতে ভালোবাসি। অর্থাৎ, তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে, সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অথবা বাইবেলভিত্তিক সমাধানের কথা বলতে আমরা পিছপা হই। (পূজোর চাঁদা না দিলে, তারা আমাদের বিভিন্ন কষ্ট দেবে, এই কথা চিন্তা করে আমরা পরোক্ষভাবে ২য় আজ্ঞা লঙ্ঘন করে থাকি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা কী, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আমরা ভয় পাই)।

কিন্তু আমরা যখন এমন আচরণ করি, তখন তার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি আমাদের অবিশ্বাস প্রদর্শন করে থাকি। আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের কথা বা কাজ যে আমাদের চারপাশের মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তিত করে, তা নয়, কিন্তু আমাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে ঈশ্বরই তাদের হৃদয়ে কাজ করে থাকেন। এখানে যোষেফের বুদ্ধিমত্তা কিংবা তার সাহসী বক্তৃতা যে ফরৌণের হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে, তা নয়, ঈশ্বরই আপন সার্বভৌমত্বে ফরৌণের হৃদয়ে কাজ করছিলেন। তাই ফরৌণ উপলব্ধি করেছিল, যোষেফ যে পরামর্শ দিচ্ছে, তা কত উত্তম। সে কথা যদি আমরা উপলব্ধি করি, তাহলে আমরাও যাদের কাছে ঈশ্বরের কথা বলি, তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের সার্বভৌম কাজ আশা করতে পারি।

খ। যোষেফের পদোন্নতি: এর আগে আমরা ফরৌণের কর্মচারী পোটীফরকে দেখেছিলাম, যে যোষেফকে তার গৃহের সমস্ত বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছিল (৩৯:৪)। এখানে আমরা পোটীফরের ন্যায় ফরৌণকেও দেখতে পাচ্ছি, যে যোষেফকে তার রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর ক্ষমতা দিয়ে বলেছে, *"তুমিই আমার বাড়ীর অধ্যক্ষ হও; আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য শিরোধার্য করবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমার থেকে বড়ো থাকব"* (৪১:৪০)। আরও বলা হয়েছে, তিনি যোষেফকে নিজের আংটি পরালেন, কার্পাসের সাদা কাপড় পরালেন, তার গলায় সোনার হার দিলেন (৪২ পদ)। তিনি যোষেফকে একটি মিস্রীয় নাম দিলেন, সাফনৎ-পনেহ, যার অর্থ হয়ত 'ঈশ্বর জীবিত ও তিনি দেখেন' (৪৫)। আবার, ওন নগর নিবাসী পোটীফেরা নামক যাজকের কন্যা আসনৎ-এর সঙ্গে তিনি যোষেফের বিয়ে দিলেন। কনান দেশের যে পরিবার যোষেফ হারিয়েছিল, তা মিসর দেশের পরিবারের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল। যোষেফের বিরুদ্ধে পোটীফরের স্ত্রীর মিথ্যা দোষারোপ যদিও তাকে কারাগারে পাঠিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাকে ব্যবহার করে যোষেফকে মিসরের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করলেন। কেবল তাই নয়, ১৭ বৎসর বয়সে ঈশ্বর তাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, দীর্ঘ ১৩ বৎসর পর, সেই স্বপ্নের পূর্ণতার কিছু পূর্বাভাষ যোষেফ দেখতে পেল। সমস্ত মিসর দেশের উপর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হওয়ায়, যোষেফ যখন ফরৌণের দ্বিতীয় রথে চড়ে যাত্রা করত, তখন প্রজারা *Abrek, Abrek* বলে যোষেফকে সম্বর্ধনা জানাত, যার অর্থ, ''পথ ফাঁকা কর'' অথবা *"হাঁটু পাত, হাঁটু পাত''* কিংবা *'প্রণত হও''* ইত্যাদি। যোষেফকে যদিও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে, তথাপি শেষ পর্যন্ত তার স্বপ্ন পূর্ণ হতে চলেছে।

যোষেফ যেমন বলেছিল, ঠিক সেই মতো মিসরে শস্য বাহুল্য ঘটল এবং যোষেফের নেতৃত্বে মিসরের সমস্ত নগরে উৎপন্ন সেই শস্যের পাঁচ ভাগের একভাগ জমা করে রাখা হল। ৪৯ পদে বলা হয়েছে, *"এইরূপে যোষেফ সমুদ্রের বালির ন্যায় এমন প্রচুর শস্য সংগ্রহ করল যে, তা মাপার কাজ বন্ধ করতে সে বাধ্য হল, কারণ তা অপরিমেয় ছিল''* (৪৯ পদ)। ফলস্বরূপ, পরবর্তী দুর্ভিক্ষের ৭ বৎসর দেশের মানুষের খাদ্যের জন্য যথেষ্ট শস্য জমা হল। কেবল তাদের দেশের প্রজাদের জন্য নয়, কিন্তু মিসরের পার্শবর্তী অন্যান্য দেশেও দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, তাদের প্রয়োজনও পূর্ণ করতে সেখানে যথেষ্ট খাদ্য ছিল। ৫৭ পদে বলা হয়েছে, *"সব দেশের লোকে মিসর দেশে যোষেফের কাছে শস্য ক্রয় করতে এল, কারণ সব দেশেই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।''* সেই সমস্ত দেশ থেকে লোকেরা যখন খাদ্যের জন্য যোষেফের কাছে আসছে ও তার কাছে প্রণত হচ্ছে, তখন কনান দেশ থেকে যোষেফের দাদারাও খাদ্য সংগ্রহ করতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে চলেছে।

গ। যোষেফের দুই পুত্র ও তাদের নামকরণ: ৫০ পদে বলা হয়েছে, দুর্ভিক্ষ বৎসরের পূর্বে যোষেফের দুই পুত্র জন্মাল। ৫১ পদে আমরা যোষেফকে তাদের নামকরণ করতে দেখতে পাই: জ্যেষ্ঠের নাম **মনঃশি** (বিস্মৃতিজনক) এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম **ইফ্রয়িম** (ফলবান)। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মনঃশি রাখার পর, যোষেফ এমন কথা বলেছে, *"ঈশ্বর আমার সমস্ত ক্লেশ এবং আমার সমস্ত পিতৃকুলকে ভুলে যেতে দিয়েছেন''* (৫১ পদ)। আবার দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম রাখার পর, যোষেফ এমন কথা বলেছে, *"আমার দুঃখভোগের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছেন'' (৫২ পদ)। দুই পুত্রের এমন নামকরণ থেকে আমরা দুটি সত্য উপলব্ধি করি।

(১) এই দুই নামের দ্বারা যোষেফ স্বীকার করেছে যে, ঈশ্বরই যোষেফের জীবনে সমস্ত বিষয় সাধন করে চলেছেন: তিনিই তাকে তার ক্লেশ ও পিতৃকুলকে ভুলে যেতে দিয়েছেন এবং তিনিই তাকে ফলবান করেছেন। বেশির ভাগ সময় আমরা এই সত্যকে ভুলে যাই। আমরা ভাবি, আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, তার পেছনে আমাদের নিজেদের কাজ কিংবা অন্যদের কাজই দায়ী; আমরা ঈশ্বরের কাজকে দেখতে পাই না। যোষেফ উপলব্ধি করেছে, তার জীবনে যা কিছু ঘটেছে, তার কোনটাই দুর্ঘটনা নয়, সবটাই ঈশ্বর তাঁর আপন সার্বভৌম পরিকল্পনা অনুসারে সাধন করেছেন। দাদারা তাকে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করেছে, পোটীফরের স্ত্রী তার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, পানপাত্রবাহক যোষেফকে ভুলে গেছে, আপেক্ষিক দৃষ্টিতে যদিও তা তাদের দ্বারা সাধিত কুকাজ, তথাপি গভীর অর্থে সেই সমস্ত কাজকেও ব্যবহার করে ঈশ্বর আপন পরিকল্পনা পূর্ণ করেছেন। আমাদের প্রতিও এই কথা একই ভাবে প্রযোজ্য। আমাদের জীবনে তিনি যে সমস্ত বিষয় ঘটতে অনুমতি দিচ্ছেন, তা ভালো হোক বা মন্দ হোক, তাদের দ্বারা তিনি আমাদের জীবনে তাঁর পরিকল্পনাই পূর্ণ করে চলেছেন।

(২) যোষেফ যদিও তার ক্লেশ ও পিতৃকুলকে ভুলে যেতে চায়, কিন্তু সে যতবার তার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ধরে ডাকবে, ততবার সে তা স্মরণ করতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ, ছেলের নাম ডাকার মাধ্যমে সে স্মরণ করতে চলেছে, সে কী ভুলে গেছে। আমাদের জীবনে এমন অনেক মন্দ ঘটনা থাকতে পারে, যা ভুলে যাওয়া খুব কঠিন। তা হতে পারে আমাদের বিরুদ্ধে অন্যদের মারাত্মক পাপ, কিংবা আমাদের নিজেদের পাপকাজ বা ভুল সিদ্ধান্ত। এখন, সেগুলি আমরা যদিও ভুলে যেতে চাই, কিন্তু বাস্তব হল, সেগুলি ভুলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমরা সেগুলির প্রতি একটা কাজ করতে পারি, আর তা হল, সেগুলিকে অন্য দৃষ্টিকোন থেকে দেখা: ঈশ্বর কেন সেই সমস্ত ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটতে দিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করি যে, সেই সমস্ত ঘটনা ঘটার সময়ও ঈশ্বর আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, এবং সেই সমস্ত ঘটনার মাধ্যমেই তিনি আজ আমাদের এমন উত্তম পরিস্থিতিতে এনেছেন, যখন আমরা অতীতের মন্দ পরিস্থিতিকে ভুলে যেতে চাইছি। এইভাবে, আমরা যখন আমাদের জীবনকে দেখি, তখন আমরা আমাদের জীবনের অতীতের বিভিন্ন মন্দ ঘটনার দ্বারা ভারগ্রস্ত হবার পরিবর্তে, প্রত্যাশাযুক্ত হই।

অন্যদিকে, যোষেফ তার দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম রেখে বলেছে, আমার দুঃখভোগের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান করেছেন। ঈশ্বর সব সময় দুঃখভোগের দেশ থেকে আমাদের উদ্ধার না-ও করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদেরকে সেই দুঃখভোগের দেশেই রেখে দিতে পারেন, এবং তার মধ্যেও আমাদের ফলবান করতে পারেন। যোষেফ যখন দুই বৎসর যাবৎ সেই কারাগারে দিন কাটিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই তা থেকে মুক্ত হয়ে কনান দেশে তার নিজের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা করেছিল, সে প্রার্থনায় তা ঈশ্বরকে জানিয়েও ছিল। কিন্তু যোষেফের জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা অন্য ছিল, তিনি চেয়েছিলেন, যোষেফ তার দুঃখভোগের দেশ মিসরেই থাকবে; এবং দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু থেকে অনেককে উদ্ধার করার কাজে তিনি যোষেফকে তাদের আশীর্বাদস্বরূপ করবেন। এ কথা আমাদের জন্যও একই ভাবে প্রযোজ্য। দুঃখভোগের দেশ আমাদের কাছে বড়ো বিষয় নয়, পরিবর্তে সেখানে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও তাঁর ইচ্ছানুসারে ব্যবহৃত হবার ইচ্ছাই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে রোমীয় ৫:৩-৫ পদে, পৌল লিখেছে, *"কিন্তু নানা প্রকার ক্লেশেও শ্লাঘা করছি, কারণ আমরা জানি ক্লেশ ধৈর্যকে, ধৈর্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে, এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতু আমাদের প্রতি দত্ত, পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হয়েছে।''*

ঘ। যোষেফ হল যীশু খ্রীস্টের প্রতিরূপ *(Type)*: যোষেফ সেদিন মিসর ও তার পার্শবর্তী বিভিন্ন দেশের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মানুষকে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে, আর তার সেই কাজের দ্বারা যোষেফ আগত মশীহের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছে। অনেকের উদ্ধারকর্তা হবার আগে যোষেফকে ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এখন যোষেফ যাঁর প্রতিরূপ, আমাদের সেই প্রভু যীশুও দুঃখভোগের মাধ্যমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করেছেন। ইব্রীয় ৫:৮ পদে লেখক এমন কথা বলেছে, ***"যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে সকল দুঃখভোগ করেছিলেন, তার দ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করেছেন।"*** কেবল তাই-ই নয়, তাঁর ক্রুশীয় দুঃখভোগের মাধ্যমেই তিনি আমাদের জীবনে শান্তি ও আশীর্বাদ আনয়ন করেছেন। যোষেফের পদোন্নতির ন্যায়, দুঃখভোগের শেষে ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টকেও পুনরুত্থান, স্বর্গরোহণ, ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবেশন ও দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা উচ্চীকৃত করছেন বা করতে চলেছেন।

তাই, দুর্ভিক্ষের ৭ বৎসরে যোষেফ যেমন একমাত্র উদ্ধারকারী ছিল, ঠিক তেমনই যীশুই স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই প্রকৃত ভক্ষ, যা আমাদের অনন্তজীবন দেয়। তাই, কুটিরবাস পর্বের শেষদিনে যীশু চীৎকার করে বলেছিলেন, ***"কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে এসে পান করুক।"*** দুর্ভিক্ষের সময় যোষেফ যদিও অর্থের বিনিময়ে শস্য বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষদের বাঁচিয়েছিল (৫৬-৫৭ পদ), যীশু খ্রীস্ট যে জীবন আমাদের দেন, তা আমাদের কোনও যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়, তাই তিনি তাঁর অনুগ্রহে তা বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন। যিশাইয় ৫৫:১ পদে বলা হয়েছে, ***"ওহে, তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে এস, যার রূপা নেই, আসুক; তোমরা এস, খাদ্য ক্রয় কর, ভোজন কর; হ্যাঁ, এস, বিনা রূপায় খাদ্য, বিনামূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুধ ক্রয় কর।"***

যীশু আমাদের প্রতি যে পরিত্রাণের প্রস্তাব দেন, তা আমাদের কিছু সৎকাজকে ভিত্তি করে, কিংবা কিছু মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করার প্রতিস্রুতিকে ভিত্তি করে তিনি দেন না। কিন্তু তা তিনি বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন। তার জন্য আমাদের যা করতে হবে, তা হল, তা অর্জনে নিজের অক্ষমতা, অযোগ্যতা স্বীকার করে, ভিখারীর হাতের ন্যায় হাত বাড়িয়ে তাঁর কাছে আসতে হবে, তাঁর কাছে তা চাইতে হবে। এমন রিক্ত হস্তে ভিখারীর ন্যায় যারা তাঁর কাছে আসে, তাদের কাউকেই ফেরত পাঠানো হবে না, তাঁর রাজ্যে তাদের সাদরে গ্রহণ করা হবে। কারণ যীশু যাদের জন্য মরেছেন, পিতা ঈশ্বর কখনও তাদের ভুলে যান না। এই জগতে যেমন তিনি আমাদের স্মরণ করবেন, তাঁর সন্তান হিসাবে গ্রহণ করবেন; ঠিক তেমনই এই দুঃখভোগের দেশে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে তিনি আমাদের প্রকৃত স্বদেশের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি চাইলে, তিনি তাঁর অনুগ্রহে এই দুঃখভোগের দেশেই আমাদের ফলবান করতে পারেন, কিন্তু আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই যে, তিনি তাঁর সন্তান আমাদের জন্য আমাদের প্রকৃত স্বদেশ প্রস্তুত করে চলেছেন, যেখানে নেই কোনও দুঃখ ও যন্ত্রণা, যেখানে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com